গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

www.mofl.gov.bd

|  |
| --- |
| **সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার** কার্যবিবর**ণী** |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান  সচিব |
| তারিখ : ২৭ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ |
| সময় : বেলা ২:৩০ ঘটিকা |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ৩০ জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ**  **(১) মস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনঃ**  মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন” প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি প্রিন্সিপালের বাসভবন, ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ইনস্ট্রাকটর ডরমেটরী, ১টি স্টাফ ডরমেটরী, ১টি ইরোশন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারি ওয়াল, ১টি গ্যারেজ ও ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ১টি ছাত্রীনিবাস, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি মসজিদ, ১টি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন এবং ১টি হ্যাচারি কম্পোনেন্টসহ হ্যাচারি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।  **(২) জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানঃ**  জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ জেলের নিবন্ধন এবং ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।  **(৩) চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণঃ বাস্তবায়িত**  **(৪) জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদানঃ বাস্তবায়িত**  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**  **(১) সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পঃ**  জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত (২য় সংশোধিত) মেয়াদী সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ভুমি উন্নয়ন, জীপ গাড়ি-০১টি, ডবল কেবিন পিকআপ-০১টি, ফ্যাক্স-০১টি, সংযোগসহ টেলিফোন-১টি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।  **(২) গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপনঃ**  হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭) এর আওতায় সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মাগুড়া, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ভোলা, পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ-এ হ্যাচারী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। |
| ৪.২ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ**  (২) **প্রবাসে বাংলাদেশীদের বিরাট বাজার রয়েছে। সেখানে প্রবাসী বাঙালীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসাবে মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকায় রাখে। ফলে বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবঃ**  ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশিয় প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।  ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৫১,৮৫৮.৮৮ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৪৯৩.৯৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৭,৪২৭.৯২ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ২০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।  জুন, ২০১৬ মাসে ৫,৭৩৬.৪৯ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৫১.৪০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ২৪৫.৫৬ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ০.৬৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।  ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুন, ২০১৬ মাসে বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে ৪,১৫৯.৩২ মে.টন, যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫০.৮৫ মে.টন, জাপানে ২৩৯.৯৬ মে.টন ও অন্যান্য দেশসমূহে ২,৪১১.৯৫ মে.টন মোট ৭,২৬২.০৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। পণ্যভিত্তিক রপ্তানির পরিমান পরিশিষ্ট ‘খ’-তে বর্ণিত হলো।  এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী।  (৫) **বর্তমান সরকার ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের সময় বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয় করেছে। এতে করে সমুদ্রসীমার বিস্তুতি ও পরিধি বেড়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে সমুদ্রের পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ করা দরকার। সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ**   * বর্তমান সরকার বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ‘আর ভি মীন সন্ধানী’ নামে একটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া হতে গত ৯ জুন, ২০১৬ খ্রি. তারিখে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরে এসে নোঙ্গর করেছে। এ জরিপ জাহাজ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম আগামী নভেম্বর, ২০১৬ থেকে সমুদ্রের আবহাওয়া অনুকূল থাকার সময় হতে গ্রহণ করা হবে এবং ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। * সামুদ্রিক জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কনসালটেশন কর্মশালার আয়োজন করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। * পর্যায়ক্রমে ট্রলারসমূহ যাতে নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ করে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ৪০ মিটার গভীরতার ভিতরে যাতে কোন বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। * পরিবেশ-বান্ধব মৎস্য আহরণের জন্য সকল প্রকার মৎস্য ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৪টি বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে। * সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন/ আহরণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সমুদ্রে ফিশিংরত বাণিজ্যিক ট্রলার- এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, পরীবিক্ষণ ও সার্ভেল্যান্স পদ্ধতিতে আধুনিকায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তির ধারাবাহিকতায় ১ম পর্যায়ে ১০০টি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ৩৩টি মোট ১৩৩টি মৎস্য ট্রলারে VTMS (Vessel Tracking Monitoring System) সংযোজন করা হয়েছে। * মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলারসমূহকে লাইসেন্সিং- এর আওতায় আনা হচ্ছে। * বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। * অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত এবং গোচরীবিহীন (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। * সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অতি আহরণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিসমূহ সংশোধন করা হচ্ছে। * মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি এবং আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। * ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ জাল-সরঞ্জাম সমূহ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করে পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) জাল-সরঞ্জাম ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। * অতি অভিপ্রায়নশীল (Migratory) এবং স্ট্র্যাডলিং প্রজাতির মৎস্য সম্পদ- টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা যেমন Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries International Commission (APFIC), Bay of Bengal Programme-International Government Organization (BOBP-IGO) এর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে। * গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) তে বাংলাদেশের Co-operation Non Contracting Party Status নবায়নের জন্য IOTC Secretariate এ আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।   টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত দেশীয় উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিদেশি উদ্যোক্তাগণের সহায়তায় ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে ও আন্তর্জাতিক জলসীমার টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের লক্ষ্যে ৪টি নূতন লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য ভেসেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।  **(৬) জাতীয় মাছ হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। একে রক্ষা করতে হবে। জাটকা নিধন বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং এ জন্য এ সরকারের সময়েই জাটকা ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা এখন পরিবার প্রতি ৪০ কেজি। জাটকা ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য মৎস্যজীবী জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবেঃ**  জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।  ২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২ টি জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬৯ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত জেলেদের মোট খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন।  বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেঃটন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন ৪.০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।  **(৭) ১৯৯৬ সালে চিংড়িতে বিভিন্ন মেটালিক পদার্থ পুশ করার ফলে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- Traceability এবং HACCP এর বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের সময়েই করা হয়। এতে করে চিংড়ি শিল্প ধ্বংসের সাথে জড়িত দুষ্টচক্রকে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে পুনরায় চিংড়ি রপ্তানি চালু হয়। এই সরকারের সময়ই চিংড়ি রফতানিকারকগণকে ৪০ কোটি টাকা বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছেঃ**  চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ বন্ধের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুশকৃত মাছ/চিংড়ি যেন বিদেশে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- মোবাইল কোর্ট/ অভিযান, কারখানা পরিদর্শন, ডিপো/ আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র, ডকুমেন্ট পরিদর্শন ইত্যাদি। তাছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি খামারে স্টেরয়েড, হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য এর ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ সংশোধন করে উপযুক্ত বিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ে HACCP কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেটাল পুশ রোধের জন্য প্রতিটি কারখানায় মেটাল ডিটেক্টর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে মেটাল পুশের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।  মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) বিধি-২১ ও ২২ এর আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে প্রতি বছর NRCP (National Residue Control Plan) কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের খামার হতে মাছ/চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্টেরয়েড, স্টিলবিন, ক্ষতিকারক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।  মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক বর্তমান ২০১৬ সালের জুন মাসে মোট ১৭টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৩৫,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় এবং ২০২ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়েছে। এ মাসে ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের সংখ্যা ৫৭৮টি এবং কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৪টি।  বর্তমান ২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোট ১০১টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ২,৮৬,০০০/- টাকা জরিমানা আদায়, ৫,৯৯৬কেজি চিংড়ি বিনষ্ট ও ৪ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সময়কালে মোট কারখানার জরিমানার পরিমান ছিল ১৪,৬১,৫০০/- টাকা, ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ২,৯১১টি এবং কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৩১০টি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনটি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক মোট ২১৩টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৮,৯৩,৩০০ টাকা জরিমানা এবং ২০,৮২৪ কেজি চিংড়ি ও ২০০ কেজি সাদা মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ৫ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কারখানার জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট ৫,৪৫,০০০/- টাকা এবং মোট ৪,৮৬৪ টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানার রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৭৯টি।  **(৮) এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় সেগুলোকে** **Value Added করার জন্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। Value Added করে মাছ ও মাংস রপ্তানি করা হলে বেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। ২০০৮-২০১১ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সেখানকার মানুষ চিংড়ি খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সাময়িক হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে চিংড়ি রপ্তানির বাজার সচল হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান দেশসমূহে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী বাজারে Value Added করে চিংড়ি রপ্তানি করতে পারলে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবেঃ**  বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন-Frozen (Cooked, fresh, peeled & divine), Salted & dried। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের প্রায় ৭০% Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে।  মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য Value Added প্রসঙ্গে সচিব মহোদয় বলেন যে, ইলিশ মাছ ছাড়াও ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর বগুড়াসহ অনেক জেলায় অধিক পরিমানে মৎস্য উৎপাদিত হয়। এসব মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য Value Added করে বাজারজাত ও রফতানি করা যায় কিনা তার সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। তিনি বিএফডিসি এর নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে আলাদা ৩ মাসের মধ্যে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter Governmental Organization ready to cook fillet প্রস্তুত করার প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য ২০১১ সালে Common Fund for Commodities (CFC)/ FAO এর সহায়তায় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের Partner হিসেবে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলাস্থ মেসার্স Virgo Fish & Agro Process Ltd.-কে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সম্প্রতি লাইসেন্স (DHK-124) প্রদান করা হয়েছে। বিগত এপ্রিল’২০১৬ মাসে মাননীয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ হোসেন এম.পি. কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মেসার্স Seven Oceans Fish Processing Ltd. নামক অপর একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাকেও সম্প্রতি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক লাইসেন্স (DHK-125) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মেসার্স এসবি গ্রুপ অনুরূপ একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ ও মেসার্স সি রিসোর্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান ready to cook মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, কুমিল্লা কর্তৃক সীমিত পর্যায়ে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার ফিলেট উৎপাদন করে দেশের অভ্যন্তরীন বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, কুমিল্লা, Sea Mark (BD), চট্টগ্রাম, Saint Martin Seafood, খুলনা, BD Seafoods, চট্টগ্রাম, গোল্ডেন হারভেস্ট, গাজীপুর নামীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ high value added fish product যেমন: Fish Ball, Fish Nugget, Fish Finger ইত্যাদি প্রস্তুত করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে।  **(১৩) কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুকের চাহিদা বিশ্ব বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা প্রচুর। সুতরাং এগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেঃ**  বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া, কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২৪.৪১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১২,৫৫৯.৭৫ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। জুন,২০১৬ মাসে ২.০৭ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১,১১৯.৩৬ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই,২০১৫ হতে জুন,২০১৮ মেয়াদে **‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২১২ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।  এছাড়াও ৪টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কুচিয়ার চাষ ও পোনা উৎপাদন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হবে।  **(১৪) বর্তমান সরকারের সময় মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। “জাল যার জলা তার” এ স্লোগান এ সরকারের সময়েই বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ**  মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে জলমহালের জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গৌণ, জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটিতে একজন সদস্য। জেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)। উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)। দেশে বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ জেলের নিবন্ধন এবং ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।  প্রাকৃতিক দূর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) কারণে নিহত বা বাঘের আক্রমনে, সাপের কামড়ে অথবা কুমিরের কামড়ে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প” এর আওতায় ২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৮৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।  **(১৫) গ্রামে গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: হাঁস, মুরগির খামার স্থাপন, অভয়াশ্রম স্থাপন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে তদারকি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের বিরাট জনসংখ্যা সম্পদ স্বরূপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশবাসীর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে এ সম্পদকে কাজে লাগাতে হবেঃ**  জলজ সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের নিমিত্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৬৫৮টি এবং স্থানীয় উদ্যোগে ১৬টি অভয়াশ্রমসহ ৬৭৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া , মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।  **(১৬) খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে মাছ, মাংস ও ফলমূলে ফরমালিন মিশ্রণ একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মনিটরিং এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবেঃ**  মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” চলাকালীন সময়ে ঢাকাসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/জেলে প্রতিনিধি , ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে । যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফরমালিন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  **(১৯) বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করার সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনঃ**  মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase chain reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।  পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর মাধ্যমে ইলিশ ও তেলাপিয়া মাছের Value added বিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোশেনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই যৌথভাবে স্টাডি করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।  **(১) এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারেঃ**  বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে জুন/১৬ পর্যন্ত মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | জুলাই/১৫ হতে মে/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী | জুন/১৬ বিদেশে মাংস রপ্তানী | জুন/১৬ মাস পর্যন্ত বিদেশে মোট মাংস রপ্তানী | | ৯৯২৩৩.৪০ কেজি | ৫৫২৯৮.৪০ কেজি | ১৫৪৫৩১.৮০ কেজি |   কুয়েতে ১/৬/২০১৬ তারিখে ২১৯৯৪ কেজি ও ১/৬/২০১৬ তারিখে ২৯৯৬ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।  মালদ্বীপে ৯/৬/২০১৬ তারিখে ১৮০০ কেজি, ১৯/৬/২০১৬ তারিখে ১৭৬৪ কেজি ও ২৭/৬/২০১৬ তারিখে ১৭৪৬ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।  ইউ,এ,ই (সংযুক্ত আরব আমীরাতে) ৩০/৬/২০১৬ তারিখে ২৪৯৯৮.৪০ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।  **(২) দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ**  দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | জুলাই/ ১৫ হতে মে/১৬ মাস পর্যন্ত সিমেন উৎপাদন | জুন/১৬ মাসে সিমেন উৎপাদন | জুন/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন | | ত:- ১১,৬৭,১১৯ মাত্রা  হি: ২৬,২২,৬০৭ মাত্রা | ১,৫০৪৩০ মাত্রা  ২১০২৬৬ মাত্রা | ১৩১৭৫৪৯ মাত্রা  ২৮৩২৮৭৩ মাত্রা | | মোট-৩৭৮৯৭২৬ মাত্রা | ৩৬০৬৯৬ মাত্রা | ৪১৫০৪২২ মাত্রা |     ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | জুলাই/ ১৫ হতে মে/১৬ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জুন/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জুন/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | | ত: ৯৯২৫৯২ টি  হি: ২০৬৫৬৭৩ টি | ১২৬১০৭ টি  ২৭০৪৪৮ টি | ১১১৮৬৯৯ টি  ২৩৩৬১২১ টি | | মোট- ৩০,৫৮,২৬৫ টি | ৩৯৬৫৫৫ টি | ৩৪৫৪৮২০ টি |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | জুলাই/ ১৫ হতে মে/১৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | জুন/১৬ মাসে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | জুন/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | | ত: এড়ে-১,৮৬৭৮৯ টি  ত:বকনা-১,৪৫৮৬১ টি | ২২৬৪৫ টি  ১৮০১৩ টি | ২০৯৪৩৪ টি  ১৬৩৮৭৪ টি | | মোট- ৩৩২৬৫০ টি | ৪০৬৫৮ টি | ৩৭৩৩০৮ টি | | হি: এড়ে-৪০৮৬১৭ টি  হি:বকনা-৩২০৬৫৫ টি | ৪৬৪২০ টি  ৩৬০৮৬ টি | ৪৫৫০৩৭ টি  ৩৫৬৭৪১ টি | | মোট- ৭২৯২৭২ টি | ৮২,৫০৬ টি | ৮১১৭৭৮ টি | | সর্বমোট ১০৬১৯২২ টি | ১২৩১৬৪ টি | ১১৮৫০৮৬ টি |   **(৩) দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবেঃ**  মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। জুন/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপ:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | জুলাই/ ১৫ হতে মে/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জুন/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | জুন/ ১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | | ৫০০ টি | ২৫ টি | ৫২৫ টি |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | জুলাই/ ১৫ হতে মে/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন | জুন/১৬ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | জুন/ ১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | | এড়ে- ৩৯ টি  বকনা- ৩২ টি | এড়ে- ০৫ টি  বকনা-০২ টি | এড়ে- ৪৪ টি  বকনা-৩৪ টি | | **মোট= ৭১ টি** | **০৭ টি** | **৭৮ টি** |   **#** ACIসহ মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সকল সংস্থার কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য ও অননুমোদিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বন্ধে করণীয় সম্পর্কিত প্রস্তাব ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **(৪) দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা ও পনির উৎপদান করতে হবেঃ**  কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সমূহে বিষয়টির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।  **\*** আধুনিক পদ্ধতিতে পনির উৎপাদন সরকারী পর্যায়ে এখনও সম্ভব হয় নাই। তবে বেসরকারী পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে প্রাণ কোম্পানী বর্তমানে প্রতি মাসে ৩-৪ টন পনির উৎপাদন করছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কোম্পানীও আধুনিক পদ্ধতিতে পনির উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে।  **(৫) বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবেঃ**  সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৬০টি জেলায় ১১৯৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ১১৯৪০টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। ২৯ টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫৩০০ খামারীকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ টি পার্বত্য জেলায় বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ১০টি উপজেলায় ২০ জন করে মোট ২০০জন ভেড়া পালনকারীদের মধ্যে ০২টি ভেড়ী ও ০১টি ভেড়ার পাঠা করে মোট ২০০X৩ = ৬০০টি বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে।  (ক) বগুড়ায় বয়স্ক ভেড়ার খামার ৪ টি, গ্রোয়িং ল্যাম্ব খামার ০২ টি ও আইসোলেশন খামার ১টি। (খ) রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহী বয়স্ক ভেড়ার খামার ২টি, গ্রোয়িং ল্যাম্ব খামার ১টি ও আইসোলেশন খামার ১টি। (গ) ফকিরহাট, বাগেরহাট বয়স্ক ভেড়ার খামার ২টি, গ্রোয়িং ল্যাম্ব খামার ১টি ও আইসোলেশন খামার ১টি। সর্বমোট=১৫টি ভেড়ার খামার।  **(৬) মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবেঃ**  প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্যক্রম চলমান আছে। তদানুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন/২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | বিষয় | জুলাই/১৫ হতে মে/ ১৬ পর্যন্ত | জুন/১৬ মাসে | জুন/ ১৬ পর্যন্ত মোট | | মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ৬৩ টি | ০৩ টি | ৬৬ টি | | জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ২৮১৮৫৫ কেজি | ১০০০ কেজি | ২,৮২,৮৫৫ কেজি | | বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান | ৪৭০৩ কেজি | - | ৪৭০৩ কেজি | | মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০৪ জন | - | ০৪ জন | | আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ৯,৪৭,৫৪০ টাকা | - | ৯,৪৭,৫৪০ টাকা | | খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ২৬১৫ টি | ১৯১ টি | ২৮০৬ টি |   পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃ Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/০৪/২০১৬ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে।  \* মৎস্য ও পশুখাদ্য বিধি ২০১০ অনুযায়ী মৎস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধন ব্যতিত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মৎস্য ও পশুখাদ্য তৈরী করে তা বন্ধ করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১-৩/০৬/২০১৬ খ্রি: তারিখের নং-শাখা-৪/বিবিধ-১৫৭/২০১৬/২৬৪ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করানো হয়েছে।  **বিএলআরআইঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (জুন,২০১৬ পর্যন্ত) গত ২০/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে “পিএন্ডই-১/খন্ড-১৩(ক)/২০১৬/ ১৩৬৬” স্মারক মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  **গরুর জাত উন্নয়ন**  দেশীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য বিএলআরআই ইতোমধ্যে দেশীয় জাতের গরুর কৌলিক মান উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল ও দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী আরসিসি নামক একটি দেশীয় জাতের গরুর জাত উন্নয়ন করেছে। যা বছরে একটি বাচ্চা ও প্রতি বিয়ানে ১০০০ লিঃ দুধ দেয়। এছাড়া বিদেশী উন্নত জাতের গরুর বীজ সংগ্রহ করে দেশী জাতের গরুর সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে তাদের উৎপাদনশীলতা যাচাই করা হচ্ছে। বিএলআরআই জীব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গত ০৫/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জমজ টেস্ট টিউব বাছুর উৎপাদন (আইভিপি) করতে সক্ষম হয় যা বাংলাদেশে প্রথম। ফলশ্রুতিতে অতি স্বল্প সময়ে উন্নত কৌলিমান সম্পন্ন বাছুর উৎপাদন করা সম্ভব হবে এবং দুধের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, দুগ্ধশিল্পে বৃহৎ পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য “ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ গরুর কৌলিক মান উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান।  **মহিষের জাত উন্নয়ন**  সংকরায়ণের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল, দেশী আবহাওয়া ও ব্যবস্থাপনায় পালন উপযোগী সিনথেটিক মহিষের জাত উদ্ভাবনের জন্য দেশী মহিষকে মেডিটেরিয়ান মুররা এবং পাকিস্তানের নিলি-রাভি মহিষের সিমেন দ্বারা জাত উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মুররা দেশী জাতের সংকর মহিষের ৩টি বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে যার মধ্যে ২টি ষাড় এবং ১টি বকনা বাছুর পাওয়া গেছে এবং নিলি-রাভি দেশী জাতের সংকর মহিষের ১টি বকনা বাছুর ইতোমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ৭টি মহিষ বাচ্চা দেবার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়া খামারী পর্যায়ে আরও ১৪টি মহিষকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে প্রজনন করে সিনথেটিক মহিষের জাত উদ্ভাবন করা হবে এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সেইসাথে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (IVP=In-vitro Embryo Production) পদ্ধতিতে মহিষের বাছুর উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।  স্বল্পতম সময়ে ভেড়ার মাংস উৎপাদন সম্পর্কিত লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সম্প্রসারণে বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশী ভেড়ার জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া হতে তিনটি উন্নত জাতের (সাফোক, ডরপার, ফেরেনডাল) ভেড়া আমদানি করা হয়েছে এবং দেশী আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ২৯টি ভেড়ার গর্ভধারণ নিশ্চিত করা হয়েছে।  বিএফআরআইঃ  **gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx Òevsjv‡`‡ki wbe©vwPZ GjvKvq KzwPqv I KvuKov Pvl Ges M‡elYv (weGdAviAvB K‡¤úv‡b›U) cÖKíÓ GKs Ògy³v Pvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤cÖmviYÕ cÖKí বাস্তবায়নঃ**  gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx Òevsjv‡`‡ki wbe©vwPZ GjvKvq KzwPqv I KvuKov Pvl Ges M‡elYv (weGdAviAvB K‡¤úv‡b›U) cÖKíÓ Ges Ògy³v Pvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤cÖmviYÕ cÖKí ev¯Íevqb Kiv n‡”Q| GQvov ÒPvu`cyi¯’ b`x †K‡›`ª Bwjk M‡elYv DBs ¯’vcbÓ kxl©K 01wU Dbœqb cÖKí Aby‡gv`‡bi Rb¨ gš¿Yvj‡q cÖwµqvaxb Av‡Q|  (2) †Zjvwcqv gv‡Qi ¸YMZ gv‡bi wel‡q fyj aviYv wbim‡bi Rb¨ h‡kvi, jvjgwbinvU I gqgbwmsn AÂ‡ji †Zjvwcqvi bgybv msMÖn K‡i I‡gMv-6 d¨vwU GwmW Ges WvBAw·b Gi Dcw¯’Z wbY©q Kiv n‡q‡Q| G wel‡q RvZxq ch©v‡q 01wU Kg©kvjv Av‡qvR‡bi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ gš¿Yvj‡q cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  †Zjvwcqv gv‡Qi ¸YMZ gv‡bi wel‡q fyj aviYv wbim‡bi Rb¨ evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj (BARC), XvKv‡Z `ªæZ IqvK©kc Av‡qvR‡bi Rb¨ mwPe g‡nv`q wb‡`©kbv cÖ`vb K‡ib| | (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (২) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাত করণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (৩) তেলাপিয়া মাছের গুণগত মানের বিষয়ে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য বিএআরসি, ঢাকাতে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (৪) মাঠ পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থার কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য ও অননুমোদিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বন্ধে করণীয় বিষয়ক প্রস্তাবনা ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।  চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই  অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই  যুগ্ম-সচিব (প্রাস-১/ ২)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৪.৩ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ। | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i (APA) জুলাই/২০১৫ থেকে Ryb/২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** গত ২৮ জুন/২০১৬ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৬-১৭) স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান আছে। যার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইডে হালনাগাদ করা হবে।  **বিএফডিসিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হবে।  **বিএলআরআইঃ** গত ২৮/৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং বিএলআরআই এর মহাপরিচালক এর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত APA ৩০ জুন,২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।  **বিএফআরআইঃ** 2016-2017 mv‡j ev¯Íevq‡bi Rb¨ weMZ 28-06-2016 Bs gš¿Yvj‡qi mv‡\_ Bbw÷wUD‡Ui APA ¯^v¶wiZ n‡q‡Q Ges Gi ev¯Íevqb AMÖmigvb i‡q‡Q| | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক কমপক্ষে একটি সংস্থার APA-এর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৩ | মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত | এ বিষয়ে সচিব মহোদয় বলেন যে, প্রত্যেক সংস্থার মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভবিষ্যত ৫০ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। এতে সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। তাই সকল সংস্থা প্রধানগণকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক পৃথক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি ও ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আগামী সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রি. মাসের মধ্যে খসড়া উপস্থাপন করবে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ৫০ বছর মেয়াদী মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৭/০৫/২০১৬ খ্রি: ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কোর কমিটি এবং তৎপ্রেক্ষিতে ৫ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপকমিটি সমূহ আগামী আগষ্ট/২০১৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে প্রাথমিক খসড়া উপস্থাপন করবে।  **বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUD‡Ui gvóvi cø¨vb cÖYq‡bi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| KwgwU KZ…©K cÖYxZ Lmov gvóvi cø¨vb PzovšÍKi‡Yi j‡¶¨ Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q|  **বিএলআরআইঃ** মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত করে গত ১৩/৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ০৯/৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে Power Point এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে পুন: সংশোধনের জন্য চলমান রয়েছে।  **বিএফডিসিঃ** মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। | সকল সংস্থার ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থাপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। |
| ৪.৪ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন। | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে,  **(ক)** **‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬’’:** “মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। যা মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে **।**  **(খ)** **প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬:** মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ এর উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতে প্রস্তাবিত আইনের সংগে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪-০২-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হয়েছে। সার সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।  **(গ)** **‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’:** পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬ বিধিমালার প্রাথমিক খসড়ার (Rudimentary draft) উপর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মতামতের উপর গত ০৬-১২-২০১৫ তারিখে অভ্যন্তরীন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মতামত সংশোধনকরতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য বিগত ৩১-০১-২০১৬ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অধিদপ্তর হতে সংশোধিত বিধিমালা পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উক্ত খসড়াটির কতিপয় স্থানে পুনরায় সংশোধন করার জন্য পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ১৮-০৭-২০১৬ তারিখ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।  **(ঘ)** **‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’:** বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে গত ১০-০৪-২০১৬ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।  **(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রী মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রি মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।  **(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বার জজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন। সেটি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে অবহিত করা হয়েছে। শুনানীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  **(ছ) জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬:** জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ চূড়ান্ত করার জন্য বিগত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নীতিমালা ও আইন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি হতে জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ-২ শাখায় ২৫-০৭-২০১৬ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।  **(জ)** **সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ** বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বিষয়ক প্রণীত খসড়া “জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬” এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সর্বশেষ গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।  **(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমি আইন,২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য গত ১১-০২-২০১৬ তারিখে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হচ্ছে।  **(ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬:** বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | **(ক)** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(খ)**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(গ)**বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(ঘ)** বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(ঙ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(চ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(জ) নীতিমালা** দ্রুত পূনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(ঝ)**মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন দ্রুত চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  **(ঞ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS/ DG, DOF/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ উপসচিব-মৎস্য-৪/ প্রাণিসম্পদ-৩) |
| ৪.৫ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন | এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ জুলাই,২০১৬ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন।  **(১)** জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপসচিব (প্রশাসন-৩) ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখ কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরী, রাজাবাড়ী হাট, রাজশাহী পরিদর্শন করেছেন।  **(২)** ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, উপসচিব (বাজেট) ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখ নরসিংদী জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও শিবপুর জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস পরিদর্শন করেছেন।  **(৩)** জনাব অসীম কুমার বালা, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪)২৪-২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলা পরিদর্শন করেছেন।  **(৪)** জনাব কে,এফ,এম, জেসমীন আখতার, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩)২৮ জুলাই ২০১৬ তারিখ গাজীপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, গাজীপুর সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।  **(৫)** বেগম দেলোয়ার বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখ নরসিংদী জেলা পরিদর্শন করেছেন।  **(৬)** বেগম নিগার সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখ গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এবং মাঠ পযায়ের কাযক্রম পরিদর্শন করেছেন।  **(৭)** বেগম নাসরিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪) ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ টাঙ্গাইল সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার পরিদর্শন করেছেন।  **(৮)** বেগম মাহমুদা মাসুম, সহকারী প্রধান ২২-২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ সৈয়দপুর, লালমনিরহাট ও রংপুর জেলায় বিএফআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প” এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ” ও “রংপুর বিভাগে মৎস্য উন্নয়ন” প্রকল্পের কাযক্রম পরিদর্শন করেছেন।  **(৯)** জনাব মোঃ নূরে আলম, সহকারী প্রধান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর” প্রকল্পের মাঠ পযায়ের কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন।  **(১০)** জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) ৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৬ তারিখ টাঙ্গাইল জেলাধীন ভূঞাপুর ও নাগরপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপদ্তর ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প এবং দপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।  যেসকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের অফিস নিয়মিত পরিদর্শন করবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সচিব মহোদয় শতর্ক করে দেন। | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ) পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল ও নির্ধারিত ছকানুযায়ী সভায় আলোচনাযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (২) যেসকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের অফিস নিয়মিত পরিদর্শন করবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৬ | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার | সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **মৎস্য** অধিদপ্তরঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উৎযাপন উপলক্ষে বিগত ১৯/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে Independent চ্যানেলে মহাপরিচালক,মৎস্য অধিদপ্তর এর সাক্ষাৎকার সরাসরি প্রচারিত হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উৎযাপন উপলক্ষে বিগত ২১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে ETV চ্যানেলে মহাপরিচালক,মৎস্য অধিদপ্তর এর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।  ২০/০৭/২০১৬ খ্রি.তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে।  জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উৎযাপন উপলক্ষে বিগত ১৪/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে টকশো বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে।  বিগত ১৫/০৭/২০১৬ খ্রি. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, বিএফআরআই এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) এর অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান ২১/০৭/২০১৬ খ্রি.তারিখে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়েছে।  বিগত ১৬/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, বিএফআরআই, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) এর অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান রেকর্ডিং হয়, যা ২৫.০৭.২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রচারিত হবে।  বিগত ২৪/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং চ্যানেল আই -এ প্রচারিত হয়েছে।  এছাড়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে বিগত ২০/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকন্ঠ, দি ডেইলি ইনডিপেন্ডেন্ট ও ভোরের কাগজ পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে।  জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ -এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচি গণঅবহিতকরণের লক্ষ্যে দৈনিক সমকাল, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকন্ঠ, দি ডেইলি ইনডিপেন্ডেন্ট ও বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রত্রিকায় ১৭.০৭.২০১৬ হতে ১৯.০৭.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।  এছাড়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৬ উৎযাপন উপলক্ষে প্রচারণার অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল, সংবাদ এবং নাটিকা সপ্তাহব্যাপি প্রচারিত হয়েছে।  evsjv‡`k †Uwjwfk‡b cÖwZw`b mKvj 7:30 wgwb‡U Òevsjvi K…wlÓ Abyôv‡b 5 wgwbU e¨vcx grm¨ welqK wewfbœ cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ nq| GQvov cÖwZ mßv‡n Ô‡`k Avgvi gvwU AvgviÕ I Ô†mvbvjx dmjÕ bv‡g 1wU K‡i 2wU cÖvgvY¨ Abyôvb Ges gv‡m †gvU 8wU cÖvgvY¨ Abyôvb evsjv‡`k †eZv‡i cÖPvwiZ n‡”Q|  প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার প্রচারের নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আলাদা সেল গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সেল গঠনের পূর্বে ৩(তিন) জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।  প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/১১০ সংখ্যক স্মারকে বৈশাখ -আষাঢ় /১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ আষাঢ় মাসের ১ম সপ্তাহে বর্ষাকালীন হাঁসের টিকা প্রদান কর্মসূচী সম্পর্কে**, ২য় সপ্তাহে বর্ষাকালে পারিবারিক পরিবেশে হাঁস পালনে করণীয় সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে বর্ষা মৌসুমে গবাদিপশুর যত্ন সম্পর্কে ৪র্থ সপ্তাহে বাদলা রোগ ও তার প্রতিকার** সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে বর্ষায় তাজা ও ভেজা খড় সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা- ৬.০৫ মিঃ জৈষ্ঠ্য মাসের ১ম সপ্তাহে দুস্থ্য মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য ছাগল পালন সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে বর্ষাকালে ভেজা খড় সংরক্ষণ সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে ক্ষুরা রোগের লক্ষন, চিকিৎসা তার প্রতিকার সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের করণীয় সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে বর্ষাকালীন রাজহাঁসের রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে।  **বিএলআরআইঃ** (১) সিদ্ধান্তের আলোকে বিএলআরআই এর সকল গবেষণা কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়মিতভাবে ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারিত হয়ে আসছে।  (২) নিউজ লেটার এর পরবর্তি সংখ্যা জুন, ২০১৬ খ্রিঃ মাসে প্রকাশিত হয়েছে।  (৩) ভেড়ার উল থেকে উৎপাদিত বস্ত্রাদি এবং ভেড়ার মাংস জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে, যা বিটিভি কর্তৃক প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে চাহিদামত ভেড়া পালনের উপরে একটি তথ্যচিত্র সরবরাহ করা হয়েছে।  (৪) বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৫ ও BLRI a brief aquaintence ভেড়া উন্নয়ন এবং দেশী মুরগি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষক ও খামারীদের উপযোগী বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।  (৫) মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২টি নির্দেশিকামূলক বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।  **বিএফআরআইঃ**  K) 25-06-2016Bs Zvwi‡L evsjv‡`k ‡Uwjwfk‡bi Òiƒcvjx dmjÓ Abyôv‡b Bbw÷wUD‡Ui cv½vm cÖK‡íi Dci cÖwZ‡e`b cÖKvwkZ n‡q‡Q|  L) 26-06-2016 Bs Zvwi‡L Bbw÷wUD‡Ui gnv‡kvj cÖK‡íi Dci Òevsjv‡`k cÖwZw`bÓ cwÎKvq cÖwZ‡e`b cÖKvwkZ n‡q‡Q|  M) 20-06-2016Bs Zvwi‡L Òevsjv‡`k AeRvifvi ÓGes 27-06-2016 Bs Zvwi‡Li Òˆ`wbK B‡ËdvKÓ cwÎKvq KvßvB †jK e¨e¯’vcbvi Dci cÖwZ‡e`b cÖKvwkZ n‡q‡Q|  N) BbwW‡cb‡W›U wUwf‡Z RvZxq Le‡i gy³v Pvl M‡elYvi Dci 11-07-2016 Bs Zvwi‡L cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ n‡q‡Q|  O) 20-07-2016 Zvwi‡L evsjv‡`k †Uwjwfk‡b mKvj mv‡o 7 Uvq weGdAviAvB Gi M‡elYv Kvh©µ‡gi Dci cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ n‡q‡Q|  মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে সচিব মহোদয় জানান যে, মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার প্রত্যেকেই মৎস্য সেক্টরের সাফল্য, মৎস্য সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান আয়োজন বিষয়ে প্রশংসা করেছেন। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত সফল হয়েছে। সচিব মহোদয় মৎস্য সপ্তাহ আয়োজনে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। | সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | DG, DoF/  DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা |
| ৪.৭ | অডিট আপত্তি | সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, D³ wm×v‡šÍi Av‡jv‡K Rvbv‡bv hv‡”Q, G gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb cÖvwYm¤ú` Awa`ßi n‡Z wÎc¶xq mfvi Kvh©cÎ cvIqv hvq| D³ Kvh©c‡Îi Av‡jv‡K G gš¿Yvj‡qi DcmwPe (cÖkvmb-3 AwakvLv) Rbve ‡gvt kwdKzj Bmjvg Gi mfvcwZ‡Z¡ cÖvwYm¤ú` Awa`ßivaxb wefvMxq cÖvwYm¤ú` `ßi, ivRkvnx‡Z MZ 21, RyjvB 2016 ZvwiL wÎcÿxq mfv AbywôZ nq| mfvq †gvU 22wU AvcwË wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q| Av‡jvwPZ AvcwËi g‡a¨ 20wU AvcwË wb®úwËi mycvwik Kiv nq Ges Aewkó 02wU AvcwËi wel‡q cybivq cÖgvYKmn Reve †cÖi‡Yi Rb¨ mycvwik Kiv nq|  G gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb grm¨ Awa`ßi n‡Z wÎc¶xq mfvi Kvh©cÎ cvIqv ‡M‡Q| D³ Kvh©c‡Îi Av‡jv‡K G gš¿Yvj‡qi DcmwPe (grm¨-2 I AvBb AwakvLv) Rbve nvdQv †eMg Gi mfvcwZ‡Z¡ grm¨ Awa`ßivaxb grm¨ feb, XvKvq MZ 25, RyjvB 2016 ZvwiL wÎcÿxq mfv AbywôZ nq| mfvq †gvU 09wU AvcwË wb‡q Av‡jvPbv n‡q‡Q| Av‡jvwPZ AvcwËi g‡a¨ 07wU AvcwË wb®úwËi mycvwik Kiv nq Ges Aewkó 02wU AvcwËi wel‡q 1wU ev¯Íe hvPvB Ges AciwU wel‡q NUbv‡Ëvi Aby‡gv`‡bi Rb¨ G gš¿Yvj‡q †cÖi‡Yi Rb¨ mycvwik Kiv nq|  G gš¿Yvjq Ges Gi AvIZvaxb `ßi/Awa`ßi/ms¯’v mg~‡ni µgcywÄZ Awb®úbœ AwWU AvcwËi wefvMIqvix Ryb/2016 gv‡mi Z\_¨vw` B‡Zvg‡a¨ cvIqv †M‡Q hv wbgœiƒc t   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | gš¿Yvjq/ `ßi/ Awa`ßi I ms¯’vi bvg | †gvU AvcwËi msL¨v (1972 n‡Z) | µgcywÄZ wb®úwËi †gvU msL¨v (1972 n‡Z) | nvjbvMv` Awb®úbœ †gvU AvcwËi msL¨v | wØc¶xq mfvi msL¨v | wÎc¶xq mfvi msL¨v | wØcÿxq mfvq AvcwË wb®úwËi mycvwik | wÎcÿxq mfvq  AvcwË wb®úwËi mycvwik | gšÍe¨ | | gIcg | 11 | 06 | 05 | - | - | - | - |  | | wWGjGm | 8553 | 5878 | 2675 | - | 1 | 13 | 5 |  | | wWIGd | 13270 | 9241 | 4029 | 1 | - | - | - |  | | weGdwWwm | 1815 | 1184 | 631 | - | - | - | Ñ |  | | weGdAvi AvB | 626 | 505 | 121 | - | - | - | - |  | | weGjAvi AvB | 287 | 5 | 282 | - | - | - | - |  | | GgGdG | 23 | 11 | 12 | - | - | - | - |  | | gcZ` | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |  | | wewfwm | 45 | 31 | 14 | - | - | - | - |  |   **(২)** \* wWGjGm = **wØcÿxq mfvi** mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z 13wU AvcwË wb®úwË Kiv nq| **eªWkxU Rev‡ei** gva¨‡g 2wU AvcwË wb®úwË Kiv nq|  \* wWIGd= 1972 wLªt n‡Z Ryb/16 ch©šÍ grm¨ Awa`ßivaxb mKj `ßi, mgvß I Pjgvb cÖKí `ßi n‡Z cÖvß Z\_¨ I Dcv‡Ëi wfwË‡Z µgcywÄZ AvcwËi †gvU msL¨v, Awb®úbœ †Ri msL¨v Ges UvKvi cwigvY †`Lv‡bv n‡q‡Q|  \* weGdwWwm =23/11/2015 n‡Z 31/05/2016 ch©šÍ mgq 180wU AwMÖg Aby‡”Q` Gi Kvh©cÎ wÎcÿxq mfv Abyôv‡bi Rb¨ grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q wKš‘ wÎcÿxq †Kvb mfv AbywôZ nqwb| Zv Qvov 276 wU mvaviY Aby‡”Q` Gi Kvh©cÎ wØcÿxq mfv Abyôv‡bi Rb¨ mswkøó AvÂwjK AwWU Awd‡m †cÖiY Kiv n‡q‡Q hvi g‡a¨ 20/05/2016 Bs ZvwiL ch©šÍ 7wU BDwb‡U wØcÿxq mfv AbywôZ n‡q‡Q| mfvq Av‡jvwPZ mvaviY Aby‡”Q‡`i msL¨v 141wU hvi g‡a¨ 83wU wb®úwËi j‡ÿ¨ mycvwik Kiv n‡q‡Q|  \* weGdAviAvB= BbwówUD‡Ui †gvU 121(GKkZ GKzk) wU Awb®úbœ AwWU AvcwËi g‡a¨ t  1) 3(wZb)wU AvcwË Av`vj‡Z wePvivaxb; 2) 4(Pvi)wU AvcwËi Dci BwZc~‡e© wÎcÿxq mfv n‡q‡Q| 3) 53(wZcvbœ)wU AvcwËi Reve AwWU Awd‡m †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 4) Aewkó 61wU AvcwËi Reve ˆZixi Kvh©µg wewfbœ †Rjv I Dc‡Rjvq Aew¯’Z BbwówUD‡Ui †K›`ª I Dc‡K‡›`ª Pjgvb Av‡Q| †K›`ª I Dc‡K›`ª †\_‡K eªWkxU Reve msMªn K‡i AwWU Awa`ß‡i kxNªB †cÖiY Kiv n‡e| GgZve¯’vq, Dc‡ii 53wU AvcwËi †cÖwiZ Rev‡ei Dci wbixÿv Awd‡mi gšÍe¨ bv cvIqvq Ges 61wU AvcwËi Reve ˆZixi Kvh©µg Pjgvb \_vKvq wØcÿxq I wÎcÿxq mfv Kiv m¤¢e nqwb|  \* weGjAviAvB= MZ 24/1/2016 Zvwi‡L wØcÿxq mfv Abyôv‡bi Rb¨ cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡qwQj| D³ cÖ¯Ív‡ei †cÖwÿ‡Z 282wU Aby‡”Q` n‡Z 15-25wU Aby‡”Q‡`i Rb¨ mfvi Kvh©cÎ ch©vqµ‡g †cÖi‡Yi Rb¨ evwYwR¨K AwWU Awa`ßi n‡Z Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| cÖ¯Íve g‡Z 25wU mvaviY Aby‡”Q‡`i Rb¨ wØcÿxq mfv Abyôvb Kivi Rb¨ cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡q‡Q| | (১) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (২) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভায় ক’টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তা আলাদা কলামে উল্লেখ করারও সিন্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪) |
| ৪.৮ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিগত ১৯/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে ট্রায়াল ট্রিপ সংশ্লিষ্ট রীট পিটিশন নং-৮২৩২/২০১২ এর উপর মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের Justice Zubayer Rahman Chowdhury এবং Justice Md. Khsaruzzammam এর সমন্বয়ে গঠিত মূল ১৪ নং কোর্ট হতে “Discharged for non-prosecution” মর্মে রায়/ আদেশ প্রদান করেন। মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে এবং দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জুন/২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ:  ১। জজকোর্টের মামলা- ১২ টি  ২। হাইকোর্টের মামলা - ৫৬ টি  ৩। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭ টি  ৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪ টি  **বিএফআরআই**: Bbw÷wUD‡Ui wewfbœ wel‡q 10wU gvgjv `ªæZ wb®úwËi j‡¶¨ Follow up Kiv n‡”Q|  **বিএলআরআই**: ৪টি রীট মামলার জবাব দেয়ার কার্যক্রম চলমান এবং ১টি রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন।  **বিএফডিসি**: প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা ১৮টি, আপিল বিভাগে ১টি, বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে ১১টি, ফৌজদারী আদালতে ৮টি ও বহিঃস্থ ইউনিটের ৩টি সহ মোট ৪১টি মামলা চলমান রয়েছে। মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে।  উসপচিব বেগম হাফছা বেগম সভাকে জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য (সিদ্দিক এন্টারপ্রাইজ এর নিকট হতে) সফটওয়ার ক্রয় করে তা মৎস্য-২ ও আইন অধিশাখার কম্পিউটারে ইনস্টল করা যেতে পারে। এর ফলে হালনাগাদ মামলার তথ্য পাওয়া যাবে। তিনি আরো জানান যে, এ সফটওয়ারের মূল্য প্রায় ৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা)। তাই এ সংক্রান্ত সফটওয়ার ক্রয় করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | (১) অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (২) মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য সফটওয়ার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৯ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি। | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।’’ এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অনিষ্পন্ন কেইসের কারণ সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে,  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে মৎস্য-১ অধিশাখায় ০১টি পেনশন কেইস পাওয়া যায়। অডিট সংক্রান্ত মতামতের জন্য অডিট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। গত মাসে প্রাপ্ত ০৩টি পেনশন কেইস এর মধ্যে ০২টি নিষ্পত্তি হয়েছে। ০১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৪জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অডিট শাখার মতামতের জন্য অনিষ্পন্ন রয়েছে ৩টি। | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি ও অনিষ্পন্ন কেইসের কারণ সচিব মহোদয়কে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |
| ৪.১০ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভায় জানান যে, হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারীর নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃযোগাযোগ করে জানা যায় এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এ কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।  দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায়নি।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া হবে।  **বিএলআরআইঃ** বিআরটিএ কর্তৃক হলুদ প্লেট এর মাইক্রোবাস (নং- এটক-১৮৪) গত ৩০/৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মহাপরিচালক, বিএলআরআইকে মালিকানা প্রদান করে জিও জারি করেছে।  সংস্থার সকল গাড়ি TO&Eভূক্ত করণের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সকল গাড়ির তালিকা দ্রুত প্রণয়ন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অর্থ বিভাগের যাচিত তথ্য মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে পৃথকভাবে পুনরায় প্রেরণেরও নির্দেশনা প্রদান করেন। | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (২) অর্থ বিভাগের যাচিত তথ্য মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে যথাসময়ে পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (৩) সংস্থার গাড়ি TO&Eভূক্ত করণের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সকল গাড়ির হালনাগাদ তালিকা তৈরীপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা |
| ৪.১১ | এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ | মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য পূর্বের কমিটির ন্যায় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **(ক)** চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাপতি  **(খ)** উপসচিব (প্রশাসন-২), এ মন্ত্রণালয় সদস্য  **(গ)** উপসচিব (মৎস্য-৩), এ মন্ত্রণালয় -ঐ-  **(ঘ)** উপপরিচালক (উপসচিব), মপ্রাতদ সদস্য-সচিব  মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত পরবর্তী বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখের মধ্যে সকল সংস্থা থেকে দ্রুত তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে প্রেরণের জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন আগামী ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২) |
| ৪.১২ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে একজন আইটি অভিজ্ঞ লোককে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**  জনবলের ডাটাবেইজ (Database) নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি শাখার প্রধান মো: সোহরাব হোসেনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।  **বিএফডিসিঃ** ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের জনবলের ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।  **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের জনবলের ডাটাবেজ ‍নিয়মিত আপডেট করার কার্যক্রম চলমান আছে।  **বিএলআরআইঃ** জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল অফিসিয়ালভাবে চালু করা হয়েছে। নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। | জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.১৩ | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থায় বকেয়া বিদুৎ বিল থাকলে অগ্রীম বাজেট সংগ্রহ করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধপূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত। | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ০৫.১৭১.০২২.০৫.৩৩.১০০.২০১৩-২০৭ তারিখ: ০১-০৮-২০১৩ খ্রি. এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং মপ্রাম/ম-১/বিবিধ-১৩/২০১০/৩৪৩ তারিখ: ১৩/০৮/২০১৩ খ্রি. পত্রের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্যাদি পুনরায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী (মৎস্য অধিদপ্তর) সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ চুড়ান্ত কারণের লক্ষ্যে নিয়োগ বিধি পরীক্ষা সংক্রান্ত উপ-কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি পত্র নং ৩৩.০০.০০০০. ১২৬.০১.০০৮.১৪-২৪২ তারিখ: ১৫/০৫/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে স্কেল ভেটিং এর জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।  বিগত ২৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে অর্থবিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সমন্বয়ে এতদবিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক যাচিত তথ্যাদি অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থবিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | এ বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অবশিষ্ট ১,৫৩১টি পদ সৃজনের বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাবটি বিগত ০৬/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১০২.২১.০০২.০৬-(১মখন্ড)-৫২২ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ০৯/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৮.০০১. ১৫-৪৫৫ সংখ্যক স্মারক মূলে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরাধীন “ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প” এর ৬০০ (ছয় শত) টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১২৬. ০৮. ০০১.১০-৬৯৯ তারিখ: ০৬/১০/২০১৫ এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১২/০১/২০১৬ তারিখের ৩৩.০০. ০০০০.১২৬.০৮.০০১.১১-২১ সংখ্যক পত্র মোতাবেক ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয় অপরাগতা জ্ঞাপন করেছে মর্মে জানা যায়। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পুনঃ বিবেচনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের ১৭/০৪/২০১৬ খি. তারিখের ৩৩.০২.০০০০. ১০২.২১.০০২.০৬ (১ম খন্ড)-৩৬২ সংখ্যক স্মারকমূলে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ জুন/১৬ পর্যন্ত নিবন্ধিত বিভিন্ন খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | খামার | মে/ ১৬ পর্যন্ত | জুন/১৬ মাসে | জুন/১৬ পর্যন্ত সর্বমোট | | গাভীর খামার | ৫৮,২০১ | ৩৫ | ৫৮,২৩৬ | | ছাগলের খামার | ৩,৯০৪ | ১১ | ৩,৯১৫ | | ভেড়ার খামার | ৩,৬১৬ | ১৩ | ৩,৬২৯ | | **মোট** | **৬৫,৭২১** | **৫৯** | **৬৫,৭৮০** | | ব্রয়লার খামার | ৫৩,৮৮৫ | ০৯ | ৫৩,৮৯৪ | | লেয়ার খামার | ১৮,৬১৪ | ২৪ | ১৮,৬৩৮ | | হাঁস খামার | ৭,৬৮০ | ০২ | ৭,৬৮২ | | হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২০৬ | ০১ | ২০৭ | | গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক | ১৫ | - | ১৫ | | মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,৪০০ | ৩৬ | ৮০,৪৩৬ | | **সর্বমোট খামার** | **১,৪৬,১২১** | **৯৫** | **১,৪৬,২১৬** |   পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।  (ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।  ফিড মিল জুন/২০১৬ইং পর্যন্ত ১২৪টি রেজিষ্টেশন হয়েছে এবং ৪১‌টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।  ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন)টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।  (খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০/০৭/২০১৬ তারিখের নং- ১৭২৭ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে গবাদিপশুর শুক্রানু ও নবায়ন ফি পুন:বিভাজনের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রস্তাব পুন: মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ১৬/০৩/২০১৬ তারিখে বেসরকারি পর্যায়ে গবাদিপশুর শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ল্যাবরেটরী স্থাপনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও নবায়ন ফি ৫(পাঁচ) বছরের জন্য ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার) টাকার স্থলে ১ (এক) বছরের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার পুনঃবিভাজনে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ ১৮/০৪/২০১৬ তারিখে বেসরকারি পর্যায়ে গবাদিপশুর শুক্রানু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ল্যাবরেটরি স্থাপনে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও নবায়ন ফি পুন:বিভাজনের বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন চেয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছে। অর্থ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে ২৬/৪/২০১৬ তারিখে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১২/৫/২০১৬ তারিখে পশুরোগ বিধিমালা/২০০৮ সংশোধনের মাধ্যমে নিবন্ধন নবায়নের সময়সীমা পরিবর্তনের পাশাপাশি নিবন্ধন নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সংশোধনের অনুরোধ করেছে।  তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ১৮/৫/২০১৬ তারিখে বেসরকারি পযায়ে গবাদিপশুর শুক্রানু ও নবায়ন ফি পুনঃ বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে পশুরোগ বিধিমালা/২০০৮ সংশোধনের মাধ্যমে নিবন্ধন নবায়নের সময়সীমা পরিবর্তনের পাশাপাশি নিবন্ধন নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সংশোধনের জন্য পুর্ণাঙ্গ প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য-২ ও আইন অধিশাখায় প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। একই সাথে পশুরোগ বিধিমালা/২০০৮ সংশোধন হওয়ার পর অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য বেসরকারি পযায়ে গবাদিপশুর শুক্রানু ও নবায়ন ফি পুনঃ বিভাজনের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্যেও মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DLS/  সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাস-২) |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজ ও বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার জনবল নিয়োগ। | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকার কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রমের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের অপেক্ষায় আছে। | বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকার কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন। | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২৮/৭/২০১৬ তারিখে সভা আহ্বান করা হয়েছে। | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DLS/  উপসচিব (প্রাস-১) |

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা/ অগ্রগতি | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৭.১ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে কর্মরত ১১+৪=১৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদের অনুমোদন। | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ১০টি পদ অনুমোদনের বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় অনুমোদিত কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এখনও শাখায় পাওয়া যায়নি। | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাস-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৮.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন | উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা,২০১৬ অনুমোদনের বিষয়ে গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ১২শ সভার কাযবিবরণী পাওয়া গেছে। সভায় উক্ত নিয়োগবিধিমালা অনুমোদনের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। সদয় অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হবে। | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধি বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। |

৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে।  মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৬তম বোর্ড সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তা মন্ত্রণালয় থেকে অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫) |

১০। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে। একই সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিএলআরআই এর মহাপরিচালক-কে অনুরোধ করা হয়েছে। | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, BLRI/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) |

১১। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১১.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ২০% সম্মানী ভাতা। | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, A\_© wefv‡Mi hvwPZ Z\_¨vw` †gwib wdkvwiR GKv‡Wwg n‡Z gš¿Yvj‡q cvIqv †M‡Q Ges D³ Z\_¨vw` MZ 16/02/2016 Zvwi‡L A\_© wefv‡M †cÖiY Kiv n‡q‡Q| †Kvb gZvgZ cvIqv hvqwb weavq MZ 23/03/2016 Zvwi‡L 33.07.0000.129.018.01.15.74 ¯§vi‡K gZvgZ cÖ`v‡bi Rb¨ A\_© wefvM‡K AveviI Aby‡iva Kiv nq| wKš‘ A`¨vewa †Kvb gZvgZ cvIqv hvqwb weavq cybivq 16/05/2016 Zvwi‡L cÎ †`qv n‡q‡Q| 21/06/2016 Zvwi‡L 3q ZvwM`cÎ †`qv n‡q‡Q Ges A\_© wefv‡M mswkøó Kg©KZ©vi mv‡\_ hyM¥mwPe (†gwib wdkvwiR GKv‡Wwg) g‡nv`‡qi K\_v n‡q‡Q| | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |
| ১১.২ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, cÖkvmwbK Dbœqb msµvšÍ mwPe KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi wbwgË †gwib wdkvwiR GKv‡Wwg (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2016 Gi cÖ¯Íve †eZb †¯‹j 2015 Abyhvqx †MÖW Abymv‡i †eZb mshy³ K‡i ms‡kvwaZ AvKv‡i cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q, mvi-ms‡ÿcmn bw\_ Aby‡gv`b n‡q‡Q| PyovšÍ hvPvB A‡šÍ RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡e| | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |

১২। বিবিধ

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১২.১ | আই,টি বিষয় | (ক) নতুন ই-ফাইল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০-২৩ জুন ২০১৬ তারিখ পযন্ত প্রধানমন্ত্রীর কাযালয়ের এটুআই ট্রেনিং রুমে (রুম নং-২৩৭) সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পযন্ত ০৪ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত TOT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহেণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডোমেইন- এ ওয়েবমেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে TOT প্রোগ্রামে অংশ গ্রহনের জন্য ৩ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ই-ফাইলিং (নথি) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৫-২৮ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করবেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ই-ফাইলিং (নথি) বাস্তবায়ন করা হবে।  **বিএফডিসিঃ** এটুআই প্রোগ্রামের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।  **বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUD‡U B‡Zvg‡a¨ B-‡gBj I wfwWI Kbdv‡iwÝs e¨e¯’v cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q| B-dvBwjs e¨e¯’v cÖeZ©‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| wKš‘ G Rb¨ cÖwk¶Y cª‡qvRb|  **বিএলআরআইঃ** ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান। | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-৩/ মৎস্য-১/ প্রশাসন-২) |
| ১২.২ | ইনোভেশন | ১৭-২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC), আগারগাঁও, ঢাকা-এর ল্যাবে “Managing Technology for E-Government” বিষয়ে প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের ০২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।  যেসকল কর্মকর্তারা ইনোভেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাঁরা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মকর্তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরেও আয়োজন করার জন্য সকল সংস্থাপ্রধানগণকে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।  ১। মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি উদ্ভোধনের অপেক্ষায় আছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প স্থাপন, প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সহ মোট ২২ টি ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে চলমান আছে। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে। ৭ টি বিভাগে একটি করে ইউনিয়নে রেপ্লিকেট করা হবে।  ২। ১২৪ জন কর্মকর্তা ইনোভেশন প্রশিক্ষন গ্রহন করেছেন।  ৩। ২০ টি ইনোভেশন প্রকল্প চলমান আছে।  ৪। আগামী ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ ইনোভেশন মেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে।  **বিএফআরআইঃ** বিষয়টি নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে।  **বিএলআরআইঃ** ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম ও Follow up নিয়মিত করা হচ্ছে। তবে কমিটির কেউ এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। | যেসকল কর্মকর্তারা ইনোভেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাঁরা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরেও আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ চীফ ইনোভেশন অফিসার |
| ১২.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং ডিব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিমাসে গড়ে ১টি করে ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**  মে/২০১৬ মাসে ০৩ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।  **বিএলআরআইঃ** ইনস্টিটিউটে নিয়মিত ডিব্রিফিং করা হচ্ছে।  **বিএফআরআইঃ** cÖwk¶Y/ mfv/ †mwgbvi/ Kg©kvjv/ wk¶vmdi †k‡l †`‡k cÖZ¨veZ©‡bi ci h\_vmg‡q cÖwZ‡e`b `vwLj Kiv n‡”Q| ms¯’vq wWweªwds Kivi Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| | মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১২.৪ | ই-টেন্ডারিং | এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের (প্রত্যেক সংস্থা হতে ০২ জন করে) মোট ১২ জন কর্মকর্তার মনোনয়ন গত ০৯ মে ২০১৬ তারিখে সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ প্রেরণ করা হয়েছে। সিপিটিইউ-এ ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে, যে সকল সংস্থার এখনো নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়নি আগামী সভার পূর্বেই তাদেরকে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।    **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরে চলতি জুলাই মাসে ৬টি ই-টেন্ডারিংসহ এ পর্যন্ত ৪৩টি ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন হয়েছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল টেন্ডার ই-টেন্ডারিং (EGP) প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।  **বিএফডিসিঃ** ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর নিবন্ধনের জন্য গত ১৩/০৭/২০১৬ তারিখ ৩৩৩ সংখ্যক পত্রযোগে সিপিটিইউ-কে অনুরোধ করা হয়। | (১) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  (২) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ব্যতিত অন্যান্য সংস্থাকে ৭ দিনের মধ্যে সিপিটিইউ-তে নিবন্ধন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১২.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও গাড়ী চালকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (প্রথম পযায়) শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও অফিস সহায়কদের ১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়ে ০২ জুন ২০১৬ (দ্বিতীয় পযায়)-এ শেষ হয়েছে। জুলাই ২০১৬ থেকে পূনরায় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশনাবলী/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/অডিট/আইটি/ইনোভেশন/সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত জুন মাসে ২৩ হাজার ৪৫২ জন সহ চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই হতে জুন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৭৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জুন/২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ নিম্নরুপ:  ১। Fourth Meeting of the Laboratory Directors Directors Forum এর উপর = ৪ জন  ২। Office Management Training এর উপর = ৫০ জন,  ৩। Office Management Training এর উপর = ৫০ জন,  ৪। Office Management Training এর উপর = ৫০ জন,  ৫। Office Management Training এর উপর = ৫০ জন,  ৬। Office Management Training এর উপর = ৫০ জন,  ৭। Office Management Training এর উপর = ৫০ জন,  ৮। Review of Avian Influenza and its Prevention and Control Measures taken in Bangladesh, Workshop এর উপর = ০৭ জন,  ৯। প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় সম্প্রসারণ, প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় প্রশিক্ষণ এর উপর =৩৩ জন,  ১০। Finalization of Draft Biosafety Policy & Monitoring & Enforcement Manual Workshop এর উপর = ০১ জন,  ১১। প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় সম্প্রসারণ, প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয় এর উপর প্রশিক্ষণ = ৩৩ জন। জুন/১৬ মাসে সর্বমোট ৩৭৮ জন অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন।  **বিএফডিসিঃ** সংস্থার অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান আছে। সকল কেন্দ্রের ১৭জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।  **বিএফআরআইঃ** Bbw÷wUD‡U evrmwiK 60 N›Uv Af¨š—ixY cÖwk¶Y Kvh©µg Ae¨vnZ i‡q‡Q| cÖwk¶Yv\_©x, †Kvm© cwiPvjK I †Kvm© mgš^vq‡Ki fvZv weGAviwmÕi bxwZgvjv Abyqvqx cÖ`vb Kiv n‡”P|  **বিএলআরআইঃ** গত ২৮-২৯ জুন ২০১৬ তারিখে “Government Performance Management” শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইনস্টিটিউটের ২৫জন বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১২.৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যা চলমান আছে।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কেŠশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ ইং তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১. ৫৩.৮৩৩.১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রম চলছে।  (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৬ তারিখের নং ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১. ০১৭.১৫-১৩৯০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।  **বিএফডিসিঃ** অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত আছে।  **বিএফআরআইঃ (**1) RvZxq ï×vPvi †KŠkj wel‡q mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i‡K m‡PZb Kiv I mKj ch©v‡q Zv cÖwZcvjb Kivi Rb¨ wewfbœ †K›`ª I Dc‡K‡›`ª wb‡`k©bv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  (2) Bb-nvDR cÖwk¶‡Y ï×vPvi welqwUi Dci 01wU K¬vm অন্তf~©³ Kiv n‡q‡Q|  **বিএলআরআইঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।  (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (খামারী/ কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১২.৭ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নিচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপপরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জুন/১৬ মাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।  **বিএফডিসিঃ** অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।  **বিএলআরআইঃ** অভিযোগ বক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে অভিযোগগুলো সংগ্রহ করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।  **বিএফআরআইঃ** Awf‡hvM ev‡· Awf‡hvM cÖvwß mv‡c‡¶ দ্রুত wb®úwË Kiv n‡e| | অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১২.৮ | গাড়ির CNG সিলিন্ডার পরিক্ষাকরণ | মন্ত্রণালয়সহ প্রত্যেক সংস্থায় ব্যবহৃত গাড়িগুলোর CNG সিলিন্ডার প্রতিবছর পরিক্ষা করাতে হবে। আগামী সভার পূর্বে গাড়ির CNG সিলিন্ডার পরিক্ষা সম্পন্নপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ১টি গাড়ীর সিলিন্ডার পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। মৎস্য সপ্তাহের মধ্যে গাড়ীর প্রয়োজন থাকায় অধিক সংখ্যক গাড়ীর সিলিন্ডার পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল গাড়ী পরীক্ষা করা হবে।  **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন দপ্তর সমূহে যে সকল যানবাহন CNG-তে চালানো হয় সেই সকল যানবাহন নিয়মিত ভাবে CNG সিলিন্ডার পরিক্ষা করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সতর্কতা হিসাবে CNG চালিত গাড়ীগুলো নিয়মিতভাবে যথাসময়ে পরীক্ষাসহ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০/০৭/২০১৬ তারিখের নং- ২৮০ সংখ্যক পত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।  **বিএফডিসিঃ** বিএফডিসি’র গাড়িগুলোর CNG সিলিন্ডার পরিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।  **বিএলআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের গাড়ির CNG সিলিন্ডার পরিক্ষাকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। | মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ব্যবহৃত গাড়িগুলোর মধ্যে যে সকল গাড়ির CNG সিলিন্ডার পরিক্ষা সম্পন্ন হয়নি দ্রুত তা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য)/যুগ্মসচিব (প্রাস-/২)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|  | স্বাক্ষরিত/-  ১৮/৮/২০১৬  (মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)  সচিব |